গাংনীতে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একচ্ছত্র নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ইসলামী ব্যাংকের গাংনী শাখার সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যমুক্ত চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

হাফেজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আলামিন হোসেন, আবু সায়েম, রোমান মল্লিক, সিহাব হোসেন, মাহবুব রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই এলাকার হাজারো মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে যাদের অনেকেরই একাডেমিক যোগ্যতা নেই। অবিলম্বে এসব নিয়োগ বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী যুবক অংশ নেন।

গাংনীতে সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন, অনিতিবিলম্বে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের

অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ২০২৩ সালের মার্চে সরকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের দু পাশে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির কলকাঠি নাড়ানোর কারনে কয়েকটি দোকান ভাঙ্গার পর উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। গাংনী থেকে কুষ্টিয়াগামী রাস্তার বাম পাশের একটি বড় সংখ্যক অবৈধ স্থাপনা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কারনে সেগুলো এখনো অপসারণ করা হয়নি প্রশাসনের কাছে সে প্রশ্ন করেন তিনি।

প্রশাসনকে তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী রাশিদুল ইসলাম বোরহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী এ্যাট্রনি জেনারেল আ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা রুহুল আমিন, এনসিপির জেলা সংগঠক মোজাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরোয়ার হোসেন, জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকিল আহমাদ আরও বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের অবৈধ স্থাপনা না ভাঙ্গার জন্য কারা কারা কত টাকা লেনদেন করেছেন সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা কেনো ভাঙ্গা হয়নি জনগণের কাছে তার জবাবদিহিতা করতে হবে। জবাবদিহিতা না করলে কার কাছে কত টাকা খেয়েছেন কারা কারা খেয়েছেন সেটাও প্রকাশ করা হবে। সেদিন পালাতে হবে।

রাস্তার দুপাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ না করা প্রসঙ্গে সাকিল আহামদ বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ অভিযানন বন্ধের সাথে জড়িত।

সাকিল আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো বড় রাস্তা বাস্তবায়ন হচ্ছে

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ তার মধ্যে একটি। রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। যার কারণে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রাস্তাটিতে চলতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে থাকলে এই ঠিকাদার কাজটি করতে পারবেনা। পরে ২/৪ বছর এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব হবেনা। ফলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ আরও বাড়বে।

তিনি সড়ক বিভাগকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামীকাল থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হবে। এই রাস্তা নির্মাণের মুল সমস্যা তৈরী হয়েছে ইন্টারসেকশন নিয়ে। এই ইন্টারসেকশনের সমাধানও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন ঠিকাদারকে তাগাদা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। রাস্তা নির্মাণ কাজ কেউ বাঁধা দিলে জনগনকে সাথে নিয়ে লাঠি নিয়ে দাাঁড়িয়ে থাকা হবে।

তিনি বলেন, কেউ অর্থনৈতিক বা অন্যকোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ করতে চাই তাদের আমরা হুশিয়ারী করতে চাই, আপনারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা।

তিনি বলেন, যে জণগন ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ভয় পাইনি, সেই জণগন আপনার চোখ রাঙানি কিম্বা হুমকি ভয় পাইনা।

গাংনী পৌর সভার ড্রেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে সাকিল আহমাদ বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে আকাঁ বাঁকা সাপের মত করা হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন “ বাড়ির সামনে ভাঙবোনা দাও টাকা, বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মাণ না করে ড্রেন অন্যদিকে চাপিয়ে দেবো দাও টাকা। যারা এসব কাজের সাথে জড়িত তাদের ফিরে আসার অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনারা জণগনের ও এলাকার উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা। আপনারা গাংনীর জণগন ও উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়ালে প্রতিহত করবে।

তিনি তিনটি দাবী জানিয়ে বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকাশ করুন রাস্তার পাশে আপনাদের যে জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে কেনো ভাঙ্গা হয়নি? যেসব অবৈধ স্থাপনা রয়েছে অনতিবিলম্বে তা অপসারণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে মুল রাস্তার কাজ শুরু হতে হবে। মুল রাস্তার কাজ শুরু হলে ইন্টারসেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এখানকার ব্যবসায়ীদের

ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা না দিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সব ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কেউ বাঁধা দিলে জণগনের সাথে তাঁদের লড়াই বাঁধবে। কেউ ভয় পাবেননা। ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে পরিবর্তণ চাই। কোনো লেজুড়বৃত্তি ও চাঁদাবাজদের ভয় পাবেননা।

উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে ৬ শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে

খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে। সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

ঝিনাইদহে রেলপথ সংযোগ

বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি এম এ কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দীন আজাদ, সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, মোশারফ হোসেন, তাজনুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম খান, আব্দুস সবুর, আনোয়ার হোসেন, ফখরুদ্দিন মুন্না, ফারুক হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলমিরাজ, লিয়াকত হোসেন প্রমূখ।

বক্তাগণ বলেন, ঝিনাইদহের ২২ লক্ষ মানুষের একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা হলো সড়ক পথ অথচ অন্যান্য অনেক জেলা রেলপথ, সড়কপথ, আকাশপথ এমনকি নৌপথ দ্বারা সংযুক্ত। বক্তাগণ বলেন, মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলায় রেল যোগাযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা এখনও রেল নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। বক্তাগণ বলেন, অবিলম্বে ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা আরও বলেন, রেলপথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি এম এ কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দীন আজাদ, সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, মোশারফ হোসেন, তাজনুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম খান, আব্দুস সবুর, আনোয়ার হোসেন, ফখরুদ্দিন মুন্না, ফারুক হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলমিরাজ, লিয়াকত হোসেন প্রমূখ।

বক্তাগণ বলেন, ঝিনাইদহের ২২ লক্ষ মানুষের একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা হলো সড়ক পথ অথচ অন্যান্য অনেক জেলা রেলপথ, সড়কপথ, আকাশপথ এমনকি নৌপথ দ্বারা সংযুক্ত। বক্তাগণ বলেন, মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলায় রেল যোগাযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা এখনও রেল নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। বক্তাগণ বলেন, অবিলম্বে ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা আরও বলেন, রেলপথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

সাংবাদিক আইয়ুবের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

নরসিংদীতে সংবাদ সংগ্রহের সময় যমুনা টিভির সাংবাদিক আইয়ুব খানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির যৌথ আয়োজনে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আতিয়ার রহমান, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সাংবাদিক হাসমত আলী, আবিদ হাসান রিফাত, মিঠুন মাহমুদ, রিপন হোসেন, তুহিনুজ্জামান, আঃ রহমান, ইমতিয়াজ রয়েল, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেন। আর সেই সত্য প্রকাশ করলেই তাদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হয়। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। দোষীদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ

প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে মানববন্ধন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৃত্যু ও গানের শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি মাস্টার শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জে এম শরিফ হোসেন কাজল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সভাপতি ডা.এইচ এম মোমতাজুল করীম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল হাসান, আলিয়া মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক, প্রভাষক মাওলানা ইসমাইল হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের শিশুদের নৈতিক শিক্ষার চরম অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। শুধুমাত্র নাচ-গান শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের মননশীল বিকাশ সম্ভব নয়। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ বিলে অসঙ্গতি, গ্রাহক ভোগান্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের কার্যক্রম চলছে হযবরল অবস্থায়। গ্রাহকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না।

আন্দোলনের নামে লাইন টেকনিশিয়ানরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলেও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(ডিজিএম) বিজয় চন্দ্র কুন্ডু যোগদান করার পর থেকে জোনাল অফিসে চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুণ প্রস্তুত করে, ১ মাসে গ্রাহকের কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগে, গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামে ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক সদস্য আব্দুল খালেক। এসময় ডিজিএম ও মিটার রিডারদের অপসারণ দাবি করেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুকূলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (গ্রাহক) রয়েছেন ৫ লক্ষ ১২ হাজার।

এসকল গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল সেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন ৬৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী। তার মধ্যে রয়েছেন ১৭৪ জন লাইন টেকনিশিয়ান। যারা বৈদ্যুতিক ত্রুটি হলেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন।

গাংনী জোনাল অফিসের তথ্যে জানা গেছে, গাংনীতে মোট গ্রাহক রয়েছেন ৪১ হাজার ৬৮৪ জন। এদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক রয়েছেন ৩৭ হাজার ৪৯ জন, বাণিজ্যিক ২ হাজার ৩৯৬ জন, শিল্প ৪৩২ জন, সেচ পাম্প ১ হাজার ১৭৪টি, মসজিদ ৪৯৭টি, এবং নির্মাণাধীন গ্রাহক ১৩১টি। বামন্দি এরিয়া অফিসের আওতায় ৪০ হাজার গ্রাহক। এসব গ্রাহকের নিকট থেকে ১ মাসে অতিরিক্ত বিল আদায় করা হয়।

মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী বিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ভূতুড়ে বিল করার অভিযোগ করেন অনেক গ্রাহক। এতে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন অনেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া গ্রামের গ্রাহক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আমার মিটার নং ৮৫২৪৪, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার উপরে বিল আসেনি।

সেখানে জুলাই মাসের ৪০০ টাকার জায়গায় ৩৬০০ টাকা এসেছে। আমার মত

এলাকার সকল মিটারের বিদ্যুৎ বিল ডাবল প্রস্তুত করে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এলাকার অধিকাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সম্পর্কে অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেওয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেন গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুণ বিল প্রস্তুত করেছে।
১ হাজার টাকার জায়গায় ৭ হাজার টাকা, ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা এসেছে, এভাবে সকল গ্রাহকের একই অবস্থা।

আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে, ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

আবাসিক এক মিটার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল বলে জানান গ্রাহকরা।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে, গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউপির অন্তর্গত রায়পুর গ্রামেও। মিটার ব্যবহারকারীর নাম অর্থাৎ গ্রাহক রায়পুর গ্রামের শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাস।

যার মিটার নং-০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর এবং মাসে কখনও ভৌতিক বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশী বিল দেখে আমি হতবাক।

ভুক্তভোগী গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে গাংনী জোনাল অফিসের কর্মরত ১৩ জন লাইন

টেকনিশিয়ান অফিসে আসেননি। তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছেন। টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রাহকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কবে নাগাদ কাজে যোগদান করবেন তাও নিশ্চিত নয়। লাইন টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করলে এই প্রচণ্ড গরমে গ্রাহক আরও বেশি ভোগান্তিতে পড়বে। মোবাইল ফোনে কল করে একাধিক লাইন টেকনিশিয়ান আব্দুস সবুর, আব্দুল্লাহ, সোহেল রানা, আব্দুর রাজ্জাককে কাজ না করার বিষয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা কাজেই আছি, বাসায় খেতে এসেছি। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার অজুহাত তোলেন।

তবে, অফিস কর্তা বলেন, তারা কেউ অফিসে এসে আধাঘণ্টা পর আমাকে না জানিয়ে টেকনিশিয়ানরা চলে গেছে। তবে তারা কাজ না করলে গ্রাহকরা দুর্ভোগে পড়বে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, ৭ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি অফিসার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীনকে হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বদলির আদেশকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘ষড়যন্ত্রমূলক’ বলে উল্লেখ করে গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাইরোড আল-তায়েবার মোড়ে মানববন্ধন করেন তারা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে রেহেনা পারভীনকে বদলি করা হয়।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা শতাধিক কৃষক অংশ নেন। তাদের অভিযোগ, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কৃষি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। তিনি নিয়মিত মাঠে গিয়ে কৃষকদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং ভেজাল বীজ ও সার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

ডাউকি ইউনিয়নের কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা যতদিন মনে করতে পারি, কোনো কৃষি কর্মকর্তা মাঠে এসে এভাবে কৃষকের পাশে ছিলেন না। তিনি না থাকলে আবারও দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

জামজামি ইউনিয়নের কৃষক লাল মিয়া বলেন, রেহেনা পারভীন সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এই কারণেই প্রভাবশালী একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

কৃষকদের দাবি, রেহেনা পারভীন মাঠপর্যায়ের কৃষকদের কাছে ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার উপস্থিতিতেই সার পাচার ও মজুত বন্ধ হয়েছিল। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার বদলির জন্য চাপ দিয়েছে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মেহেদী ইসলামের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। তিনি সমকালকে বলেন, কৃষকদের দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।

যোগাযোগ করা হলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন বলেন, আমি সব সময় চেষ্টা করেছি কৃষকদের স্বার্থে কাজ করার। মাঠে থেকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল। বদলির বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে কৃষকদের ভালোবাসা আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আলমডাঙ্গায় কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সার ডিলার পয়েন্টগুলো নিয়মিত মনিটরিং করায় ভেজাল সার ও মজুতের প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। এ কারণে একশ্রেণির ব্যবসায়ী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কৃষকদের অভিযোগ, মূলত এই চাপ থেকেই তাকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।